বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সম্মানিত সভাপতি'র মাসিক (নভেম্বর ২০২২) বিবৃতি

বাংলাদেশে ফুটবলের জন্য সমর্থন ও উন্মাদনা শুরু থেকেই অনেক বেশি ছিল এবং কাতার বিশ্বকাপ সেই উত্তেজনা ও উন্মাদনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বকাপ এর খেলা যত এগিয়ে যাচ্ছে, দেশের মানুষের প্রত্যাশা দিন দিন আরও বাড়ছে। মাঠে এবং মাঠের বাইরে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য আমাদের এই গতিকে কাজে লাগাতে হবে। আমরা আমাদের কৌশলগত পরিকল্পনার সাথে এগিয়ে যাবো এবং একটি সফল ফুটবলীয় বাংলাদেশ গড়তে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে তার অংশীদারদের সাথে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় নির্দিষ্ট মানদণ্ডে পৌঁছানোর জন্য যথাযথ নেতৃত্ব ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমরা এই বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করতে পেরেছি যে ফুটবল ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আরো বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন যা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষে এককভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের ফুটবলকে একটি সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছে দেয়ার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলেমিশে যৌথভাবে কাজ করা বাঞ্চনীয়। এটা আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন এবং আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি তা অর্জন করা সম্ভব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সাফ বিজয়ী নারী দলকে সংবর্ধনাঃ
নেপালে অনুষ্ঠিত 'সাফ মহিলা চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২২' এর চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল দল নেপাল মহিলা জাতীয় ফুটবল দলকে হারিয়ে দেশের জন্য সুনাম বয়ে নিয়ে আসে। সেই অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ক্রীড়াপ্রেমী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিজয়ী নারী দলের সকল সদস্যকে তার কার্যালয়ে আমন্ত্রণ জানান এবং সংবর্ধনার আয়োজন করেন। আমি বিশ্বাস করি এর মাধ্যমে মেয়েরা আরও বেশি অনুপ্রানিত হবে এবং এই দিনটিকে স্মরনীয় করে রাখবে। আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই।

সাফ অ-১৫ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২ ঃ

বাংলাদেশ অ-১৫ মহিলা জাতীয় ফুটবল দল 'সাফ অ-১৫ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২' এর গ্রুপ পর্বের সর্বশেষ ম্যাচে নেপাল অ-১৫ মহিলা জাতীয় ফুটবল দলের বিপক্ষে পেনাল্টি থেকে চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার সুযোগ হারায় যা ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক, কিন্তু তারপরও আমি আনন্দিত কারণ আমি এই খেলোয়াড়দের মধ্যে দুর্দান্ত সম্ভাবনা দেখেছি এবং আমি জানি তারা খুব অল্প সময়ের জন্য বাফুফে মহিলা এলিট একাডেমিতে প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ পেয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এই খেলোয়াড়রা নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও উন্নতি ও উৎকর্ষতা অর্জন করবে। আগামী বছর ২০২৩ সালের সাফ ও এএফসি প্রতিযোগিতাগুলোকে মাথায় রেখে বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক প্রতিভা অন্বেষণ কার্যক্রম চলমান থাকবে। আমি মহিলা ফুটবলের সাথে জড়িত সকল প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাদের তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

বসুন্ধরা গ্রুপ স্বাধীনতা কাপ ২০২২ঃ

'বসুন্ধরা গ্রুপ স্বাধীনতা কাপ ২০২২' এর খেলাসমূহ গত ১৩ নভেম্বর হতে ৩টি ভেন্যু যথাক্রমে শহীদ ধীরেন্দ্র নাথ স্টেডিয়াম-কুমিল্লা, শেখ ফজলুল হক মনি স্টেডিয়াম-গোপালগঞ্জ ও বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেঃ মতিউর রহমান স্টেডিয়াম-মুন্সিগঞ্জে শুরু হয়েছে। উক্ত প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা আগামী ০৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ বসুন্ধরা কিংস ও শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। আমি মনে করি, নিঃসন্দেহে ম্যাচটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে এবং উভয় দলের জন্য শুভ কামনা রইলো।

বসুন্ধরা গ্রুপ মহিলা ফুটবল লীগ ২০২১-২২ঃ

কমলাপুরস্থ বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহ মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে চলমান রয়েছে 'বসুন্ধরা গ্রুপ মহিলা ফুটবল লীগ ২০২১-২০২২'। গত মাসে সাফ বিজয়ের পর সবার মধ্যে নারী ফুটবলের প্রতি আগ্রহ ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে যা দেশের ফুটবলের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক এবং এ বছরই রেকর্ড সংখ্যক মহিলা ফুটবল দল এবং খেলোয়াড়গণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করছে। দেশের মহিলা ফুটবলের উন্নয়নের সাথে জড়িত সকল ক্লাব কর্মকর্তা ও অফিসিয়ালদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

'বসুন্ধরা গ্রুপ দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লীগ ২০২১-২২' ঃ

গত মাসে ৯টি দলের অংশগ্রহনে শুরু হয় 'বসুন্ধরা গ্রুপ দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লীগ ২০২১-২২'। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমরা সফলভাবে উক্ত লীগের আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছি। আমি মনে করি ফুটবলের সকল স্তরে আমরা যত বেশি ক্লাব ও স্টেক হোল্ডারদের একত্রিত করতে পারবো, ফুটবলের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। আমাদেরকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে এই সকল প্রতিযোগিতাসমূহের পরিকল্পনাগুলো যেন বাংলাদেশের দীর্ঘ মেয়াদী সামগ্রিক খেলোয়াড় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন হয়। এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী সকল ক্লাবের জন্য আমার শুভ কামনা রইলো।

ফিফা ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট স্কীম (TDS) এর আওতায় বাফুফে ট্যালেন্ট হান্ট প্রোগ্রামের আয়োজনঃ

গত নভেম্বরে ফিফার ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট স্কীমের আওতায় আমরা বাফুফে এলিট বয়েজ একাডেমীর জন্য তিনটি ধাপে ট্রায়ালের মাধ্যমে নতুন কিছু প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের চিহ্নিত করি এবং বাফুফে এলিট একাডেমীর আবাসিক ক্যাম্পে আমন্ত্রন জানাই। এই ট্যালেন্ট হ্যান্ট প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আমরা বাফুফে কর্তৃক আয়োজিত স্কুল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ, পাইওনিয়ার ফুটবল লীগ ও বাফুফে অ-১৬ ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের চিহ্নিত করে জাতীয় ট্রায়ালের আয়োজন করি এবং উক্ত ট্রায়াল থেকে চূড়ান্ত বাছাইয়ের মাধ্যমে ও বাফুফের একাডেমী এক্রিডিটেশন স্কীমের আওতায় স্টার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একাডেমীগুলো থেকে দুইজন করে খেলোয়াড় চূড়ান্ত ট্রায়ালে অংশগ্রহন করে। উক্ত প্রক্রিয়ায় বাছাইকৃত ২৪ জনেরও বেশি খেলোয়াড়কে বাফুফে এলিট বয়েজ একাডেমিতে আমন্ত্রন জানানো হয় এবং বর্তমানে তারা দৈনন্দিন প্রশিক্ষন ও বাফুফের প্রশিক্ষকবৃন্দের নিবিড় তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

বাফুফে এএফসি প্রফেশনাল ডিপ্লোমা কোর্স (মডিউল ৫)ঃ

বাফুফে কোচ এডুকেশন প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে আগামী ডিসেম্বরের ৭ থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত মতিঝিলস্থ বাফুফে ভবনের তৃতীয় তলায় বাফুফে-এএফসি প্রফেশনাল ডিপ্লোমা কোর্সের মডিউল ৫ আয়োজিত হতে যাচ্ছে। কোর্সটির গত মডিউল ৩ ও ৪ চলাকালীন সময়ে আমরা বাংলাদেশ প্রফেশনাল ফুটবল লীগ (বিপিএল) এর প্রশিক্ষকগনসহ এশিয়া ও এশিয়ার বাইরে বিভিন্ন প্রশিক্ষকগণকে অংশগ্রহন করতে দেখেছি। এই কোর্সটি প্রথমবারের মত বাংলাদেশে আয়োজন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। বাফুফে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর জনাব পল স্মলিকে তার দৃষ্টিভঙ্গি, কঠোর পরিশ্রম ও কোর্সটিকে সার্বিক তত্তাবধায়নের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই কোর্সটিতে কোরিয়া, হল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহন করছে যা আবারো প্রমান করে আমরা আমাদের কোচ এডুকেশন সেবার জন্য দেশের বাইরের কোচদেরও নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছি, যা অত্যন্ত ইতিবাচক।

বাফুফে একাডেমী এক্রিডিটেশন স্কিম ঃ

বাফুফে একাডেমী এক্রিডিটেশন স্কিমের আওতায় সারাদেশে আরও ১৪টি একাডেমীকে টু' স্টার একাডেমী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। আমি এই নতুন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একাডেমী গুলোকে অভিনন্দন জানাই, কারণ তারা প্রতিনিয়ত খেলোয়াড়দের দৈনন্দিন বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে।

বাফুফে এএফসি বি ডিপ্লোমা কোর্স (পার্ট ২)ঃ

বাফুফে কোচ এডুকেশন প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে মতিঝিলস্থ বাফুফে ভবনে দুইটি 'বাফুফে এএফসি বি ডিপ্লোমা' কোর্সের দ্বিতীয় পার্ট সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত দু'টি কোর্সে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে ৬০ জন প্রশিক্ষার্থী অংশগ্রহন করেন। আমাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, খেলোয়াড়দের উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ পেশাকে শ্রেষ্ঠত্ব পর্যায়ে পৌছানোর প্রক্রিয়া হিসাবে এই সকল কোর্সসমূহ অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশের ফুটবলের উন্নয়নের জন্য আমরা বছরব্যাপী বিভিন্ন কোচিং কোর্সসমূহ আয়োজন করছি যাহার ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত এবং ফুটবলের সাথে জড়িত প্রশিক্ষকগণ আধুনিক কোচিং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ফুটবল দর্শন সম্পর্কে সুনিদিষ্ট ধারনা পেতে সক্ষম হচ্ছে। বাফুফের টেকনিক্যাল বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং কোর্সে আগত সকল প্রশিক্ষকগনকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

********** **********